নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ

ভজন সরকার

(১) দুঃখগৌরবের ভাস্কর্য

(ভাস্কর নভেরা আহমদ-কে)

দুঃখের ভাস্কর্য যেভাবেই তৈরী করো
বৃত্ত, অধর্বৃত্ত অথবা কনট্যুরের ছন্দ
কিংবা পশ্চিমী ধ্রপদী অবয়ব;
সেখানে যদিও থাকে তল-অবতল
শুন্য-ভরাটের বিস্তর বিন্যাস,
মাত্রিক হেরফের,অভিব্যক্তির দ্বন্দ্ব
মানবিক ব্যঞ্জনার চমকৃত অভিঘাত,
তাতে দুঃখ আর কতটুকু সহনীয় হয় ?

প্রাচীন ফর্ম এবং ঐতিহ্যের মতো
জ্ঞান, পদ্ম, যোগাসনে বসে থাকা মূর্তি-বিন্যাস
কনট্যুর রেখা কিংবা সারফেস বরাবর কৌনিক ব্যবচ্ছেদ
বগ-র্ঘন আধুনিকতার অসংখ্য বিষয় ,
কতটুকু গৌরব পায় দুঃখের ভাস্কর্য ?
বরং সভ্যতা -শৈলীকে কশাঘাত করে
গড়ে ওঠে দুঃখের নতুন কম্পোজিশন ।

(২) শরীর বিন্যাস

(কত্থক নৃত্যশিল্পী মনোরমা-কে)

কত্থক-এ ঠাটহীন গৎ সঞ্চালনে
তুমি যখন বিলম্বিত থেকে দ্রুতলয়ে
তাল ও কলার পূর্ব রাগ সমরূপ রেখে
বিক্ষেপিত করো কটি ও উরুর সন্ধিস্থান
গ্রীবা কর্ণ বাহুবক্ষ উরু জংগা
চরণ পদতল ভেসে যায় ধ্রপদি হাওয়ায়-
দৃষ্টি ও দর্শণে তারানার তালে লয়ে
সীতাভোগী হয়ে ওঠে তোমার দেহ
‘ত্রিপুরদাহে’ পার্বতীকে আমিও দেখি

মহাদেবীয় কাম ও কামনার রসে ।

(৩) নদী জীবন

(সাহসী বন্ধুকে---
স্বামী ও বন্ধু বদলে যে শুধু একা)

তবুও হেঁটে যাও
যে নদী মরে গেছে তার সাথে একা
প্রতিক্ষন বালুর সহযাত্রী হয়ে
ধলেশ্বরী যেখানে থেমে গেছে ।
একদিন মানুষের পাশে বহতা নদী ছিলো
উন্মাদ মেঘ,ফেনা,জেলেদের জাল
প্রতিদিন জল ভাংগা ঢেউ,নৌকো আর
মাছেদের ভীড়
মাঠের ওপর শুয়ে এইসব
নদী আর মানুষ
দেখো নাই বহুকাল .... ।

নদী আজ মরে আছে– মানুষও
যেভাবে বৃষ্টি ঘিরে থাকে আকাশ
মানুষকে ঘিরে আছে স্বপ্নহীন
শুকনো নদী ঠিক সেই ভাবে ।
এইভাবে নদীহীন মানুষেরা
স্বপ্নহীন বসবাসে বেঁচে থাকে
একা হয় , জলের শরীরে দেখে না
নিজের একান্ত শরীর
প্রতিটি রাতে চাঁদের আলোতে
বালুর বুকে মুখ রেখে কাঁদে
শুকনো ধলেশ্বরীর প্রতিটি মানুষ ।।

ভজন সরকার : কানাডা প্রবাসী কবি ও প্রকৌশলী ।।
sarkerbk@gmail.com